কালের কণ্ঠ

তারিখ 24 JAN 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রয়োগ না করেই আইন সংশোধনের উদ্যোগ

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

ট্রাস্টি বোর্ডে তিনজন প্রতিনিধি দিতে চায় সরকার

শরীফুল আলম সুমন ▷

সরকার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে। এর জন্য একটি কমিটিও গঠন করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। আর বোর্ড অব ট্রাস্টিজে 'সরকারের তিনজন প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়েও প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে মানের উন্নয়নের পাশাপাশি টিউশন ফিরও লাগাম টানা সম্ভব হবে বলে সংসদীয় কমিটি মনে করছে। কিন্তু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তারা বলছেন, সরকার নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতেই এই উদ্যোগ নিয়েছে। বর্তমান আইনেই মানের উন্নয়ন সম্ভব। কিন্তু এর তেমন কোনো প্রয়োগই নেই। এখনো সিন্ডিকেটে সরকারের দুজন প্রতিনিধি আছেন। তাঁরা চাইলে টিউশন ফির ব্যাপারেও ভূমিকা রাখতে পারেন। আর ভালো শিক্ষক, ভালো ফ্যাসিলিটির জন্য বেসরকারি পর্যায়ে কিছুটা বেশি টাকা খরচ করতেই হবে। এ জন্য সবার টিউশন ফি এক হবে না। তবে যারা তাদের মানের চেয়ে অতিরিক্ত টিউশন ফি নির্ধারণ করবে তাদের বর্তমান আইনেই শনাক্ত করা সম্ভব। এ জন্য বোর্ড অব ট্রাস্টিজে নতুন করে সরকারের তিনজন প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন নেই।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ও ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বর্তমান আইন অনুযায়ীই সিন্ডিকেটে সরকারের প্রতিনিধি রয়েছে। অর্থ কমিটির সব কাজই সিন্ডিকেটে অনুমোদিত হতে হয়। অন্যান্য কমিটিতেও বাইরের লোক থাকে। তাহলে বর্তমান যে প্রতিনিধিরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে, তাদের প্রতি কি সরকারের আস্থা নেই? অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ই আইন মানে না, এটা ঠিক। তাদের কারণে

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৬

প্রয়োগ না করেই

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

সবার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করা ঠিক নয়। তাহলে শিক্ষার পথই রুদ্ধ হবে। আর সরকার প্রায়ই বলে আদালতের স্থগিতাদেশের জন্য আমরা অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারছি না। কিভাবে আদালতের স্থগিতাদেশের ব্যাপারটি নিষ্পত্তি হয় সে জন্য কাজ করা যেতে পারে। তাহলেই অনেক সমস্যার সমাধান হবে।'

গত নভেম্বরের শেষদিকে অনুষ্ঠিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির ১২তম সভায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ধরনের টিউশন ফি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে বলে প্রস্তাব দিয়েছেন সদস্যরা। এ ছাড়া বোর্ড অব ট্রাস্টিজেও সরকারের তিনজন প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তবে এসব পদক্ষেপের জন্য আইন সংশোধনের প্রয়োজন। তাই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রতিবেদন দিতে পাঁচ সদস্যের কমিটিও গঠন করা হয়েছে। আইন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রতিবেদন দিতে নাটোর-৪ আসনের সংসদ সদস্য মো. আব্দুল কুদ্দুসকে আহ্বায়ক এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা) মো. হেলাল উদ্দিনকে সদস্যসচিব করে কমিটি করা হয়েছে। অন্য সদস্যরা হলেন ঢাকা ১৩ আসনের সংসদ সদস্য জাহাঙ্গীর কবীর নানক, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান ও ইউজিসির সাবেক সদস্য অধ্যাপক আতফুল হাই শিবলী। এ ছাড়া ইউজিসি চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের আরেকটি টেকনিক্যাল কমিটি কাজ করছে। যারা এরই মধ্যে বৈঠক করেছে।

এসব বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও কমিটির সদস্যসচিব মো. হেলাল উদ্দিন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমাদের টেকনিক্যাল কমিটির কাজ শুরু হয়েছে। মূলত বর্তমান আইনকে আরো কার্যকর করার জন্যই সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সংসদীয় স্থায়ী কমিটি আইনের দুর্বল দিক খুঁজে বের করতে বলেছে। সে লক্ষ্যেই আমরা কাজ করছি। পরবর্তীতে আমরা আবার মূল কমিটির সঙ্গে বসে সব কিছু চূড়ান্ত করব।'

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত টেকনিক্যাল কমিটির সভায় শুধু বোর্ড অব ট্রাস্টিজই নয়, অন্য সব কমিটিতেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির প্রতিনিধি রাখার ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। অবকাঠামো সুবিধা, জনবল প্রভৃতির ভিত্তিতে টিউশন ফি নির্ধারণ করে তাতে সরকারের অনুমোদন নিতে হবে। এ ছাড়া প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ডাটাবেজ থাকতে হবে, যা ইউজিসির সঙ্গে যুক্ত থাকবে। এতে তালিকার বাইরে কাউকে সনদ দেওয়ার সুযোগ থাকবে না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সদস্যরা বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কার্যক্রম নিয়ে সরকারের নতুন করে চিন্তাভাবনার প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠানগুলো যাদের অর্থায়নে গড়ে উঠেছে তাঁরাই বোর্ড অব ট্রাস্টিজের (বিওটি) সদস্য হয়ে থাকেন। আবার সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল, অর্থ কমিটি ও শৃঙ্খলা কমিটি গঠন, শিক্ষার্থীদের ফি নির্ধারণ, ট্রেজারার, ভিসি, প্রো-ভিসি, শিক্ষক নিয়োগপ্রক্রিয়া, চাকরি বিধি ও বেতন কাঠামোতে বিওটি পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ করে। তাই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সঠিকভাবে পরিচালনা করতে বিদ্যমান আইনের কিছু সংশোধন প্রয়োজন।

সভায় প্রস্তাব করা হয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১৫-এর ১৫ ধারা সংশোধন করে বিওটিতে সরকারের তিনজন সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ৪১ ধারার ৪ উপদফা সংশোধন করে শিক্ষার্থী ফি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে, শব্দাবলি সংশোধন করতে হবে। একই ধারার ৫ উপদফা সংশোধন করে বিভিন্ন খাতে সৃষ্ট সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয়ও সরকার কর্তৃক অনুমোদিত লিখতে হবে। এসব সংশোধনের জন্যই মূলত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টসের (ইউল্যাব) প্রোভিসি অধ্যাপক ড. জহিরুল হক কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে যে সমস্যা তার সমাধান বর্তমান আইনেই সম্ভব। যেসব বিশ্ববিদ্যালয় সার্টিফিকেট বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে সরকার এখনো ব্যবস্থা নিতে পারেনি। এখন বোর্ড অব ট্রাস্টিজে তিনজন করে লোক দিলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। যেসব বিশ্ববিদ্যালয় আইন মানছে না, সেগুলো বন্ধ করে দিলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ই আট থেকে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত কোর্স ফি নেয়। তাদের যদি চার লাখ টাকার সীমা বেঁধে দেওয়া হয় তাহলে কি তারা একই মান বজায় রাখতে পারবে?'

একাধিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফির প্রস্তাব প্রথমে যায় একাডেমিক কাউন্সিলে। সেখান থেকে পাস হয়ে যায় সিন্ডিকেটে। সিন্ডিকেট অনুমোদন করলে বোর্ড অব ট্রাস্টি শুধু কনফার্ম করে। সিন্ডিকেটের ১২ জনের মধ্যে দুজন সরকারের প্রতিনিধি। তাঁরা যদি অতিরিক্ত ফির ব্যাপারে সজাগ থাকেন তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পক্ষে বেশি ফি নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই একাডেমিক ও সিন্ডিকেট সভাই হয় না। তাদের বিরুদ্ধে সরকার এখনো কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। আর সরকারের প্রতিনিধিদের অনুমতি ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যদি ফি বাড়িয়ে থাকে তাহলে এখন পর্যন্ত রেকর্ড নেই তাঁদের একজনেরও কমিটি থেকে পদত্যাগ করার।

নাম প্রকাশ না করে রাজধানীর বনানীতে অবস্থিত একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান বলেন, 'বোর্ড অব ট্রাস্টিজে সরকারের তিনজন প্রতিনিধি থাকলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বকীয়তা নষ্ট হবে। এটা হবে ধ্বংসাত্মক কাজ। ভুলত্রুটির ভেতর দিয়েই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে যাচ্ছে। এখন যদি সরকার প্রেসার দিয়ে কিছু করার চেষ্টা করে তাহলে উদ্যোক্তাদের মধ্যে হতাশা নেমে আসবে। যার ফল ভালো হবে না। আসলে সরকার প্রতিহিংসামূলকভাবে আইন সংশোধনের চেষ্টা করছে। কিছুদিন আগে টিউশন ফির ওপর থেকে ভ্যাট প্রত্যাহারের পর এই খাতের উদ্যোক্তাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্যই এটি করা হচ্ছে। আলটিমেটলি এটা উচ্চ শিক্ষায় প্রভাব ফেলবে।'

ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মুজিব খান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'অলরেডি সিন্ডিকেটে সরকারের প্রতিনিধি আছে। কেউ যদি বাণিজ্য করে তাহলে তাঁরা অবশ্যই জানেন। আমাদের কন্ট্রিবিউশনে এখন সরকারের দুজন আছেন, আরো তিনজন ঢুকলেও কোনো লাভ হবে না। বর্তমান আইনেরই প্রয়োগ হচ্ছে না। আগে সেটা করুক। তাতে না হলে অন্য উপায় চিন্তা করা যেতে পারে। আর সরকার যদি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় একেবারেই নিয়ে নিতে চায় তাহলে আমাদের বললেই হয়।'